গ্রামীণ বেকারত্ব ১০ মাসে সর্বাধিক

চুপসে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসংস্থানের প্রচার ফানুস

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি: গ্রামের উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের জয়গান গেয়েছেন নরেন্দ্র মোদি তাঁর শততম মন কি বাত ভাষণে। অথচ সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ভারতের অর্থনীতির চালিকাশক্তি গ্রামেই কর্মসংস্থান বিপুল ধাক্কা খেয়েছে। গত তিন মাস ধরে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টির চাহিদা। এপ্রিল মাসে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি মানুষ ১০০ দিনের কাজের জন্য আবেদন করেছে। যা মার্চ মাসের তুলনায় ১২ শতাংশ বেশি। আর গত ১০ মাসের মধ্যে এটাই সর্বাধিক। ২০২২ সালের জুন মাসে শেষবার ১০০ দিনের কাজে এত আবেদন জমা হয়েছিল।

এই পরিসংখ্যান থেকে প্রমাণিত হচ্ছে শহরেও কাজ জুটছে না পরিযায়ী শ্রমিকদের। বিগত কয়েকমাস ধরে এই কারণেই বেকারত্বের পরিসংখ্যানে শহরকে ছাপিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ ভারত। বিগত কয়েকমাসে ৮ থেকে ৯ শতাংশ বেকারত্ব হার স্পর্শ করেছে গ্রামীণ ভারত। এই প্রেক্ষিতেই দেখা যাচ্ছে ১০০ দিনের কাজের প্রতি লক্ষ লক্ষ মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছেন। এই আকর্ষণের আরও একটি কারণ হল, মার্চ মাসে দেশজুড়ে বেড়েছে ১০০ দিনের কাজের মজুরি। সবথেকে বেশি বেড়েছে হরিয়ানায়। বিজেপি শাসিত এই রাজ্যেই বিগত বছরগুলিতে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ। আর তাই এখানে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মজুরি।

অন্যদিকে সবথেকে কম মজুরি বেড়েছে বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে। সাধারণ নিয়ম হল, যখনই শহরাঞ্চলে কাজের সুযোগ বেড়ে যায়, তখনই গ্রামীণ ভারতে ১০০ দিনের কাজের চাহিদায় ভাটা আসে। বিগত মাসগুলিতে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে ১০০ দিনের কাজে আবেদনকারীর সংখ্যা।

অথচ বিস্ময়করভাবে বাজেটে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বরাদ্দ। গত আর্থিক বছরে ৯৯ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। সেখানে এবার বরাদ্দ হয়েছে ৬০ হাজার কোটি টাকা। যা অবশ্যই বাড়াতে হবে। কেন কমানো হয়েছিল? অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেছিলেন, পরিকাঠামো উন্নয়নে এবার বিপুল বরাদ্দ হয়েছে। অর্থাৎ দেশজুড়ে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। তাই ১০০ দিনের কাজের চাহিদা কমবে। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো।